

COVID-19

লকডাউনের পূর্বে এবং লকডাউন চলাকালীন সময়ে ত্রিপুরার বায়ু ও জলের গুণগতমানের উন্নতি



Janata Curfew at Agartala

ত্রিপুরা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শাখা
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

লকডাউনের বিভিন্ন সময়ের বিস্তারিত বিবরণ (সাল: ২০২০ ইং):

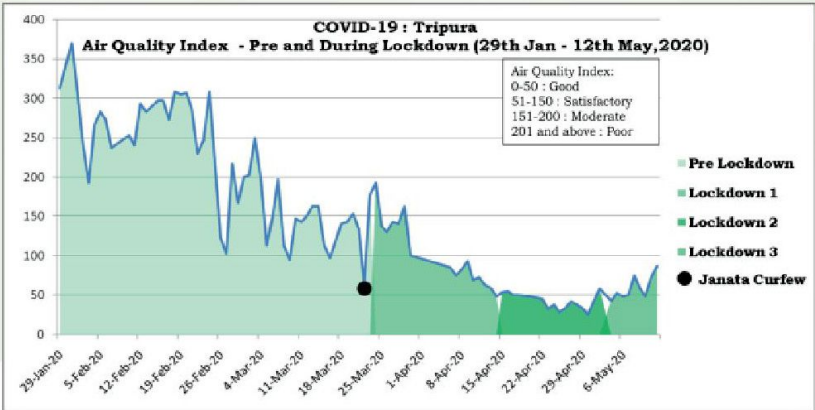
লকডাউনের সময়	যানবাহন চলাচল	নির্মান কাজ	কলকারখানা
১ম (২৪ ই মার্চ-১৪ই এপ্রিল)	বন্ধ	বন্ধ	বন্ধ
২য় (১৫ ই এপ্রিল - ৩ রা মে)	বন্ধ	বন্ধ	বন্ধ
৩য় (৪র্থ -১৭ই মে)	বন্ধ	আংশিক খোলা	আংশিক খোলা
৪র্থ (১৮ ই - ৩১ ই মে)	আংশিক খোলা	খোলা	খোলা
৫ম (আনলক) (১ম-৩০ই জুন)	খোলা	খোলা	খোলা

বায়ু ও জলের বিভিন্ন সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ

Particulars	Details
তথ্য সংগ্রহের সময় কাল	২৯ ই জানুয়ারী-১২ই মে, ২০২০
তথ্য সংগ্রহের স্থান	ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ
সংগ্রহের পদ্ধতি	বায়ু-বায়ু পর্যবেক্ষন যন্ত্র জল- বিভিন্ন নদী ও জলাশয় থেকে সংগৃহীত জল এবং এর বিশ্লেষণ
বিভিন্ন তথ্য	বায়ু AQI, PM10, PM2.5, NH ₃ , CO এবং NO ₂ জল-DO, BOD, Fecal Coliform এবং Total Coliform

বায়ু

Air Quality Index (AQI)



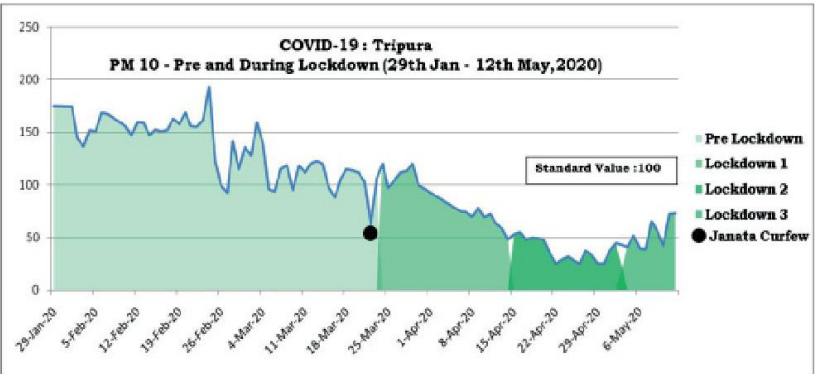
Lockdown 1 : 24th March – 14th April, 2020

Lockdown 2 : 15th April – 3rd May, 2020

Lockdown 3 : 4th May – 12th May (Contd. to 30th May), 2020

Janata Curfew : 22nd March, 2020

Particulate Matter (PM 10)



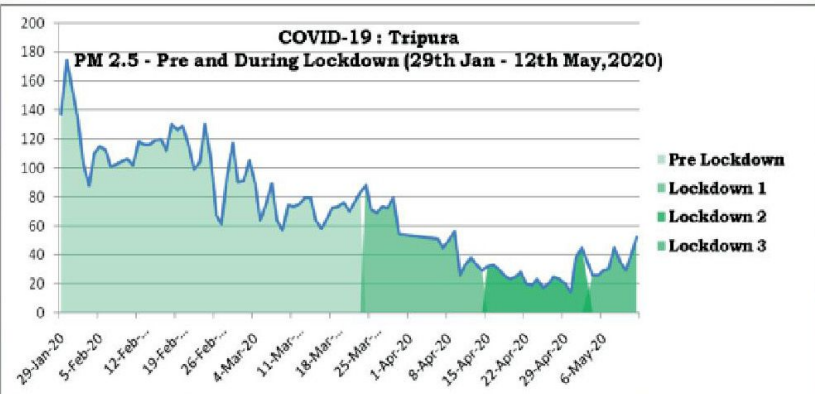
Lockdown 1 : 24th March – 14th April, 2020

Lockdown 2 : 15th April – 3rd May, 2020

Lockdown 3 : 4th May – 12th May (Contd. to 30th May), 2020

Janata Curfew : 22nd March, 2020

Particulate Matter (PM 2.5)



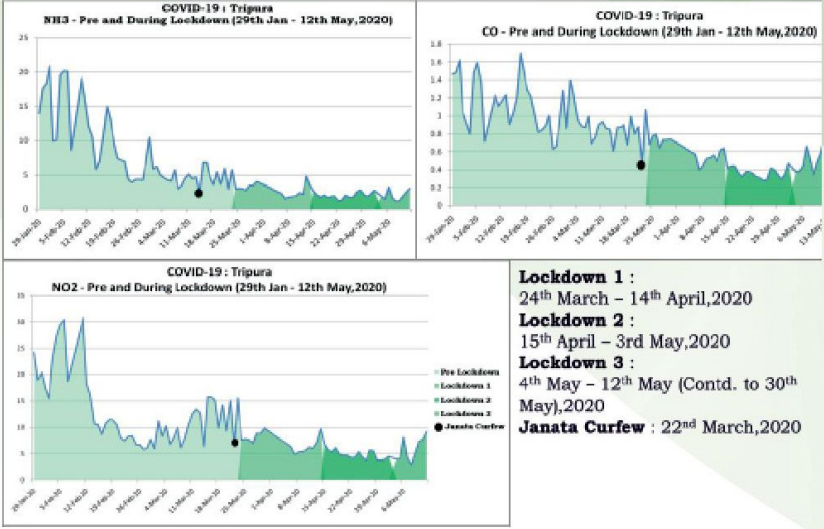
Lockdown 1 : 24th March – 14th April, 2020

Lockdown 2 : 15th April – 3rd May, 2020

Lockdown 3 : 4th May – 12th May (Contd. to 30th May), 2020

Janata Curfew : 22nd March, 2020

NH , CO, NO₂

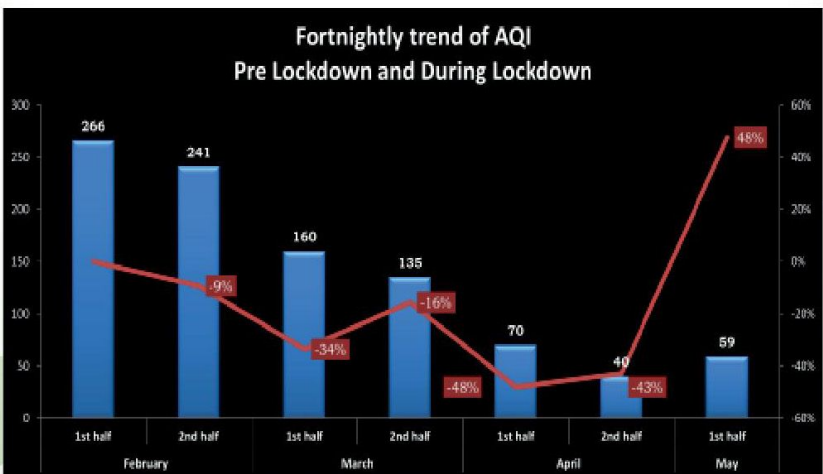


লকডাউনের পূর্বে এবং লকডাউন চলাকালীন বায়ুর গুণগতমানের পরিবর্তনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক

জল

- ১ লকডাউন চলাকালীন সময়ে বায়ু গুণগতমানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে।
- ২ বায়ুর গুণগতমানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি লকডাউন শুরুর প্রথম ৫-৬ দিনের মধ্যেই দেখা গেছে।
- ৩ দূষণের জন্য দায়ী বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে PM₁₀ এবং PM_{2.5} এই দুই উপাদানের হ্রাস সবচেয়ে বেশী হয়েছে।
- ৪ একদিনের জনতা কারফিউতে বায়ুর গুণগতমানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে।

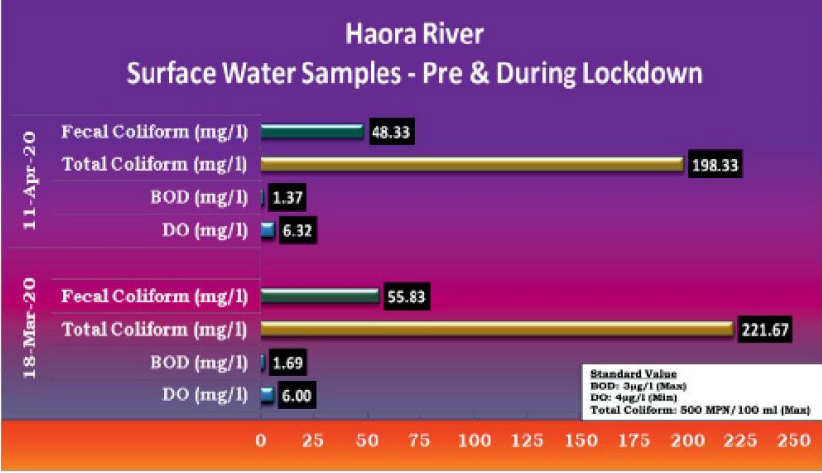
লকডাউনের পূর্বে এবং লকডাউন চলাকালীন সময়ে ১৫ দিন অন্তর বায়ুর গুণমানের বিশ্লেষণ



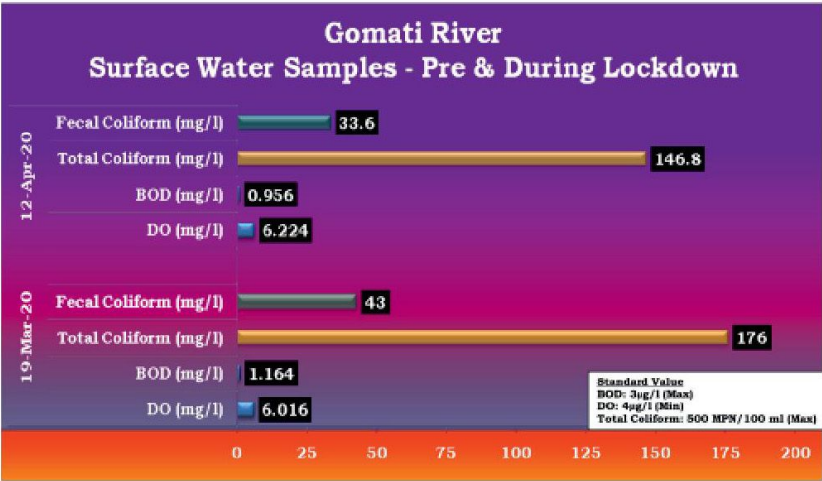
Air Quality Index (AQI) improved from 266 (1st half of February, 2020) to 40 (1st half of April, 2020) i.e air quality improved by 84%.

জল

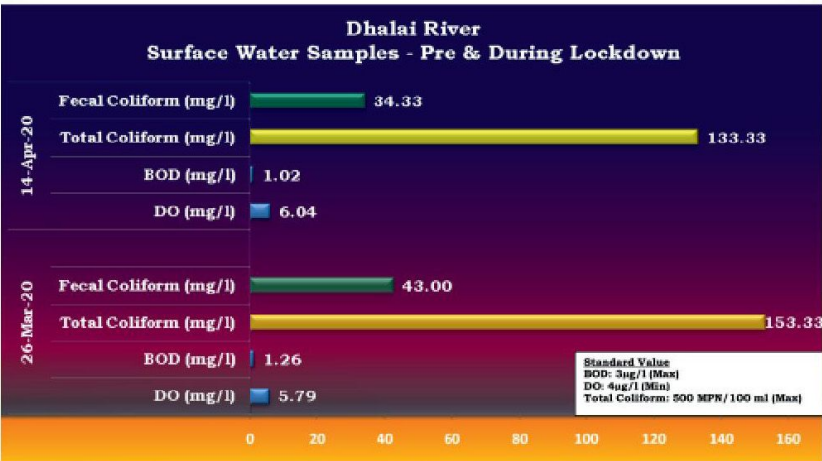
লকডাউনের পূর্বে এবং লকডাউন চলাকালীন সময়ে
হাওরা নদীর জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ



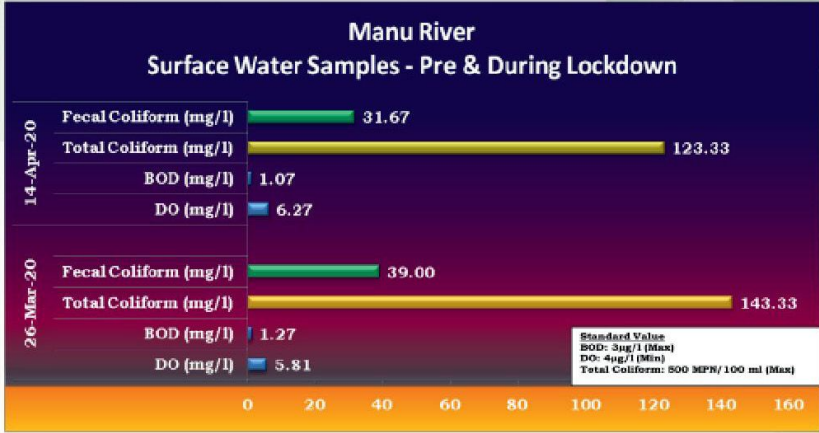
লকডাউনের পূর্বে এবং লকডাউন চলাকালীন সময়ে
গোমতী নদীর জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ



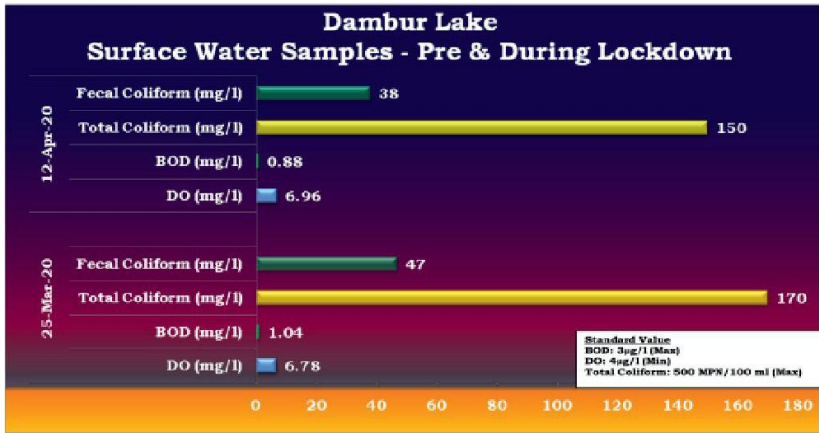
লকডাউনের পূর্বে এবং লকডাউন চলাকালীন সময়ে
ধলাই নদীর জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ



লকডাউনের পূর্বে এবং লকডাউন চলাকালীন সময়ে মনু নদীর জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ



লকডাউনের পূর্বে এবং লকডাউন চলাকালীন সময়ে ডুমুর জলাশয়ের জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ



লকডাউনের পূর্বে এবং লকডাউন চলাকালীন জলের গুণগতমানের পরিবর্তনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক

জল

১. ৪ টি বড় নদী এবং ১ টি জলাশয় থেকে সংগৃহীত জলে বিভিন্ন উপাদান যেমন DO, BOD, Fecal Coliform এবং Total Coliform এর মানের সামান্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে।
২. জলের জৈব-রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদার (BOD) পরিমাপ অনুমোদিত সীমা যেমন 3mg/l এর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া লকডাউনের পূর্বে এবং লকডাউন চলাকালীন সময়ে পর্যায়ক্রমে এর পরিমাপ কমতে দেখা গেছে।
৩. Total Coliform এর পরিমাপ নিরাপদ সীমা অর্থাৎ ৫০০ MPN এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।
৪. লকডাউনের সময় জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের (DO) বৃদ্ধি জলের গুণগত মানের উন্নতির নির্দেশ করে।

লকডাউনের ফলে পরিবেশের যে উন্নতি হয়েছে তা বজায় রাখার উপায়:

- ❖ দূষণ নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলী এবং নিয়মকানুনের কঠোর প্রয়োগ।
- ❖ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কলকারখানার আবর্জনা ও ধোঁয়ার নিয়ন্ত্রন এবং নদীর জলের গুণমানের উন্নতি সাধন করা।
- ❖ বাড়ী তৈরীর সময় ধূলা, ধোঁয়া এবং অন্যান্য বায়ু দূষণকারী উপাদান যাতে সরাসরি বাতাসে না মিশতে পারে তার ব্যবস্থা করা যেমন বাড়ী তৈরীর সরঞ্জাম যেমন বালু, মাটি, সিমেন্ট এবং চিপস যথাযথ ভাবে ঢেকে রাখা, ইট গুড়া এবং পাথর কাটার সময় প্রতিনিয়ত জল স্প্রে করা, আলাগা মাটিতে জল স্প্রে করা ইত্যাদি।
- ❖ যদি কোন পুরোনো নির্মাণ অবশেষ থাকে তাহলে তা সরানোর আগে পর্যন্ত নির্মাণ স্থলে যথাযথ ভাবে সংরক্ষন করা উচিত এবং কোনভাবেই এই অবশেষ যাতে প্রাকৃতিক জল প্রহাহের বাধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।
- ❖ ভবন নির্মাণ নিয়মাবলী অনুসারে নির্মাণ প্রকল্পের জল্য নির্ধারিত পানীয় জলের অপব্যয় করা উচিত নয় এবং নির্মাণ সময়কালে কোন ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করা উচিত হয়।
- ❖ জলের পুনর্ব্যবহার, রিচার্জিং এবং বৃষ্টির জল সংগ্রহের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বৃদ্ধি করা।

- ❖ প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ এবং একক ব্যবহার যোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। কাগজ, কাপড়, পাট ইত্যাদি দ্বারা তৈরী ব্যাগ বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ❖ যত্র তত্র আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে হবে। সরকারি নিয়ম নির্দেশিকা অনুসারে কঠিন/তরল বর্জ্য পদার্থের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- ❖ বায়ুদূষণ কমাতে সিএনজি চালিত যানবাহন ও গনপরিবহন ব্যবস্থার ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে। তাছাড়া স্বল্প দূরত্বের ভ্রমণের জন্য সাইক্লিং করা যেতে পারে।
- ❖ কঠিন বর্জ্য পদার্থের যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য উৎস স্তরেই পঁচনশীল এবং অপঁচনশীল বর্জ্য পদার্থের পৃথকীকরণ করতে হবে।
- ❖ অধিক পরিমাণে বৃক্ষ রোপন এবং এর সঠিক যত্ন নিতে হবে।



ত্রিপুরা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শাখা

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তর

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ ভবন,

পন্ডিত নেহেরু কমপ্লেক্স, গোর্খাবস্তি,

আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন কোড-৭৯৯০০৬

দূরভাষ:(০৩৮১)২৩২৫২২৮

ফ্যাক্স নং:(০৩৮১)২৩০৭৭৫১

ই-মেইল:dste-tr@gov.in